ID: 1905

Context: হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রম

Question: হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রম কাকে বলে?

Answer:

হ্যালুসিনেশন কোন অসুখ নয়, এটি আসলে একটি উপসর্গ যেখানে মানুষের বিভিন্ন কাল্পনিক অভিজ্ঞতা হয়। একজন ব্যক্তি কোন প্রকৃত বাহ্যিক উদ্দীপক ছাড়াই অন্য ব্যক্তির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা উপস্থিতি অনুভব বা অভিজ্ঞতা হতে পারে। এটি ডিমেনশিয়া ও ডিলিরিয়াম সহ একাধিক মানসিক এবং চিকিত্‍সার অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। বয়সবৃদ্ধির একটি অংশ হিসাবে হ্যালুসিনেশন প্রায়শই বয়স্কদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।হ্যালুসিনেশনকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

\* অডিটরি (শব্দ)।

\* ভিসুয়াল (দৃশ্য)।

\* অলফ্যাক্টরি (ঘ্রাণ)।

\* গাস্টেটরি (স্বাদ)।

\* ট্যাকটাইল (স্পর্শ)।

\* সোমাটিক (দেহগত)।হ্যালুসিনেশন ও ইলিউশন এক জিনিস নয়, ইলিউশন হল যেখানে কোন প্রকৃত ঘটমান পরিস্থিতি বুঝতে ভুল হয়।

ID: 1906

Context: হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রম

Question: হ্যালুসিনেশনের প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

অডিটরি (শব্দ) হ্যালুসিনেশনএই প্রকারের হ্যালুসিনেশনে রোগী কোন বাস্তব বাহ্যিক উৎস ছাড়াই এক বা একাধিক কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।কিছু ক্ষেত্রে আপনি তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে দুইটি গলাকে আপনার সম্বন্ধে কথা বলতে শুনতে পারেন। এই দুই কণ্ঠস্বর হতে পারে আপনার মাথার বাইরে বা ভিতরে। কোন কোন সময়ে আপনি নিজের চিন্তাই সশব্দে শুনতে পাবেন।

\* ভিসুয়াল (দৃশ্য) হ্যালুসিনেশনআপনি অন্য মানুষের উপস্থিতি বা আলোর ঝলক দেখতে পাবেন যা বাস্তবে অনুপস্থিত।

\* অলফ্যাক্টরি (ঘ্রাণ) হ্যালুসিনেশনআপনি অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক উৎস থেকে আসা গন্ধ পেতে পারেন। এর জন্য কিছু রোগী অত্যধিক স্নান করে, অতিরিক্ত সুগন্ধী (পারফিউম) ব্যবহার করে অথবা, যদি তারা নিজেদেরকে এই দুর্গন্ধের উৎস বলে মনে করে, তবে অন্যদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে।

\* গাস্টেটরি (স্বাদ) হ্যালুসিনেশনআপনার স্বাদের অনুভূতির পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে, তেষ্টা এবং লালাক্ষরণ বেড়ে যেতে পারে।

\* ট্যাকটাইল (স্পর্শ) হ্যালুসিনেশনআপনার চামড়ার উপর দিয়ে বা তলা দিয়ে পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে এরকম অনুভূতি হতে পারে।

\* সোমাটিক (দেহগত) হ্যালুসিনেশনআপনার অস্বাভাবিক শারীরিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতে পারে, যেমন অন্যদের গা স্পর্শ করলেও তাদের উপস্থিতি বুঝতে না পারা।

ID: 1907

Context: হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রম

Question: হ্যালুসিনেশনের প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

হ্যালুসিনেশনের নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না। সাধারণত যে যে পরিস্থিতিতে হ্যালুসিনেশন দেখা যেতে পারে সেগুলি হল:

\* শব্দের হ্যালুসিনেশনস্নায়ুতন্ত্রের অসুখ।

\* কানের অসুখ।

\* সাইকোটিক ডিজঅর্ডার

\* ওষুধ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

\* মদ পান

\* সিজার (খিঁচুনি)।

\* স্ট্রোক।

\* উদ্বেগ।

\* নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়বিক অসুস্থতা।

\* মাইগ্রেন।

\* মানসিক অসুস্থতা

\* ঘুমের অভাব। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার।

\* কিছু ওষুধের অতিরিক্ত সেবন।

\* স্কিজোফ্রেনিয়া। স্নায়ুতন্ত্রের অসুখ।

ID: 1908

Context: হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রম

Question: কিভাবে হ্যালুসিনেশন নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

চিকিৎসক প্রথমে হ্যালুসিনেশনের কারণ জানার চেষ্টা করবেন এবং আপনার অবস্থা অনুযায়ী ওষুধ দেবেন। রক্তপরীক্ষা, মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান, ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি (ইইজি) এবং এমআরআই করা হতে পারে। সমস্যাটি নির্ণয় করা গেলে তার কারণটির চিকিৎসা করা হয়।হ্যালুসিনেশনের চিকিৎসায় সাধারণত এন্টি-সাইকোটিক ওষুধ দেওয়া হয়। যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে হ্যালুসিনেশন ঘটে থাকে তবে চিকিৎসক সেই ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দেবেন।

ID: 1933

Context: ডিমেনশিয়া

Question: ডিমেনশিয়া কি?

Answer:

ডিমেনশিয়া হল একধরণের ক্লিনিক্যাল উপসর্গ যেখানে বৌদ্ধিক বা জ্ঞানীয় কার্যকারিতা কমে যায়। এর অনেকগুলি উপসর্গ রয়েছে যা বিভিন্ন রোগে ঘটে। এছাড়া বিভিন্ন জিনিস ও বিষয় ভুলে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যায় ।

ID: 1934

Context: ডিমেনশিয়া

Question: ডিমেনশিয়া এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ডিমেনশিয়ার উপসর্গগুলি সাধারণত গুপ্ত ভাবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লক্ষ্য করা যায়।সাধারণভাবে যুক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:

\* শেখার ক্ষমতা কমে যাওয়া।

\* স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া।

\* ব্যক্তিত্ব এবং মেজাজ পরিবর্তন।

\* চিন্তা শক্তি কমে যাওয়া।

\* প্রাথমিক পর্যায়ের উপসর্গগুলি: বিষন্নতা এবং উদাসীনতা।

\* পরবর্তী পর্যায়ের উপসর্গগুলি: অধীরতা, রাগের প্রবণতা, বিভ্রম এবং ভুল বকা।

\*অন্তিম পর্যায়ের উপসর্গগুলি: অসংযম, চলাফেরায় অসুবিধা, খাবার গিলতে সমস্যা এবং পেশিতে খিঁচুনি।

ID: 1935

Context: ডিমেনশিয়া

Question: ডিমেনশিয়া এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

স্নায়ু কোষগুলির ব্যাপক ক্ষতির কারনে ডিমেনশিয়ার উপসর্গগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে ।সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল অ্যালঝাইমারের রোগ যা স্বল্পমেয়াদী স্মৃতির ঘাটতির সাথে যুক্ত।ডিমেনশিয়ার অন্যান্য সাধারণ কারণগুলি হল:

\* ভাস্কুলার (সংবহনতান্ত্রিক) ডিমেনশিয়া: এটি মস্তিষ্কে সরবরাহকারী রক্তবাহী কোষগুলির ক্ষতির ফলে ঘটে।

\* লেওই বডি ডিমেনশিয়া: লেওই বডিগুলি অস্বাভাবিক প্রোটিনের বোঝাই হয় যা মানুষের বৌদ্ধিক কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে।

\* ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া: মস্তিষ্কের এলাকার স্নায়ু কোষগুলির অবনতি যা ব্যক্তিত্ব, ভাষা এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

\* মিশ্র ডিমেনশিয়া: গবেষণায় দেখা গেছে 80 বছর এবং তার বেশি বয়সী মানুষের উপরে উল্লিখিত ডিমেনশিয়ার মিশ্র প্রভাব রয়েছে।

\* অন্যান্য বিরল কারণগুলি: হান্টিংটনের রোগ, পারকিনসনের রোগ, আঘাতমূলক মস্তিষ্কের ক্ষত,মেটাবলিক ও এন্ডোক্রাইন রোগ, ওষুধগুলি থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়া, বিষ এবং মস্তিষ্কে টিউমার।

ID: 1936

Context: ডিমেনশিয়া

Question: ডিমেনশিয়া কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডিমেনশিয়ার নির্ণয়ের জন্য রোগীর মেডিকেল ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন।পরামর্শের সময় বৌদ্ধিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়, কিন্তু অতিরিক্ত পরীক্ষার প্রয়োজনও হতে পারে।

\* মিনি-মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন (এমএমএসই) হল বৌদ্ধিক কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরীক্ষা।প্রয়োজন হলে, আরও অনুসন্ধানগুলি, অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

\* রক্ত পরীক্ষা।

\* মস্তিষ্কের এমআরআই বা সিটি স্ক্যান।

\* ইইজি (ইলেক্ট্রোএন্সেফালোগ্রাম)।ওষুধের সাথে চিকিৎসায় খুব সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখায়।

কেমিক্যালগুলির বৃদ্ধির জন্য ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয় যা স্নায়ুতে সংকেত পাঠায়। কিন্তু শুধুমাত্র ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক থেকে মধ্যম পর্যায়ের সময় এগুলিকে কার্যকর হতে দেখা গেছে।ঘুমের সমস্যার ক্ষেত্রে এন্টিডিপ্রেসেন্টগুলি কার্যকর। সহায়তাকারীর যত্ন ডিমেনশিয়ার রোগীদের ব্যবস্থাপনায় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। উপসর্গগুলি বাড়ার সাথে সাথে, সহায়তার প্রয়োজনও বাড়ে।

ID: 1937

Context: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার

Question: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার কি?

Answer:

ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার এক ধরনের মনোব্যাধি এবং একটি গুরুতর মানসিক অসুস্থতা, যার বৈশিষ্ট্য হল অস্বাভাবিক বিষয়কে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করা। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অসত্য কল্পনাকে সত্যি বলে মনে করেন এবং অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। এটি পূর্বে প্যারানয়েড ডিজঅর্ডার নামে পরিচিত ছিল।

ID: 1938

Context: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার

Question: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার এর খুব সাধারণ লক্ষণ হল অবাস্তব বিভ্রমের উপস্থিতি।অন্যান্য উপসর্গগুলি হল:

\* অস্বাভাবিক মেজাজ পরিবর্তন।

\* আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ কাজকর্মে বিরক্তি প্রকাশ বা অনেক সময় অনিচ্ছা প্রদর্শন করতে পারেন।

\* ডিলিউশনাল সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার এবং হ্যালুসিনেশন বা অমূলকপ্রত্যক্ষ করা যুক্ত।

\* বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা।

\* বিকৃত যুক্তি।

\* আত্মপক্ষ সমর্থনে অতিরিক্ত সজাগ থাকা যখন বিষয়টি বা অবস্থাটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ID: 1939

Context: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার

Question: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার এর প্রধান কারণগুলি হল:

\* জিনগত কারণ: এটা দেখা গিয়েছে যে ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে যদি পরিবারের কোন সদস্য মনোরোগী হয় বা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়।

\* জৈবিক কারণ: স্নায়ুতন্ত্রে রাসায়নিকের ভারসাম্যহীনতা।

\* পরিবেশগত বা মানসিক কারণ: মানসিক আঘাত বা মানসিক চাপ পূর্বেও থাকার ইতিহাস, অ্যালকোহল বা ড্রাগের নেশাগ্রস্ত।

বধির মানুষদের ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়া খুব সাধারণ বিষয়। চোখে কম দেখেন এমন কোন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা অন্য অসুস্থতা বা প্রবাসীদের মধ্যেও ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি।

ID: 1940

Context: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার

Question: ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

অন্যান্য মনোরোগের মতো, ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডারেরও নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নেই।

\* রোগ নির্ণয়ের জন্য সঠিক রোগের ইতিহাস এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে পরীক্ষার প্রয়োজন।

\* স্নায়ুর পরীক্ষার সাথে রেডিওগ্রাফিক পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

\* ইলেকট্রোএনসেফ্যালোগ্রাফি খুব কার্যকরী ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডার সনাক্ত করতে ও অবস্থা বিচার করতে।

ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডারের চিকিৎসায় ওষুধ এবং মানসিক বা সাইকোলজিক্যাল থেরাপি উভয়ের প্রয়োজন।ওষুধের মধ্যে রয়েছে : অ্যান্টিসাইকোটিকস, অ্যান্টিডিপ্রেসান্টস এবং ট্রানকু্লাইজারস।

হাসপাতালে ভর্তি এবং যত্নের প্রয়োজন হয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে।সাইকোথেরাপি ব্যক্তিবিশেষ এবং পরিবারের সদস্যদের একসাথে দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তিকে বৌদ্ধিক এবং আচরণগত থেরাপি দেওয়া হয় ।ব্যক্তিবিশেষের জন্য ব্যবহৃত থেরাপিতে ব্যক্তির বিকৃত এবং অবাস্তব চিন্তাকে চিহ্নিত করে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করা হয়।পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত থেরাপিতে পরিবারের সদস্যদের শেখানো হয় ডিলিউশনাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীর সাথে ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি।বৌদ্ধিক - আচরণগত থেরাপিতে রোগীর মানষিক ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তার চিন্তা এবং ব্যবহারকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে সাহায্য করে ।

ID: 2666

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকোসিস বলতে কি বোঝায়?

Answer:

সাইকোসিস একটি মানসিক ব্যাধি যা বাস্তবতার উপলব্ধি বা ব্যাখ্যায় পরিবর্তন ঘটায়। সাইকোসিস রোগের এমন একটি মনের পরিবর্তন ঘটে থাকে যেখানে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা মনের ভাব ও আচরণের ধরনের পরিবর্তন চলে আসে যা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সহজ কথায় কুকর্মের ফল-কে সাইকোসিস বলে। সাধারণত সাইকোসিস বলতে মনের অবস্থা বোঝায় যা বাস্তব এবং যা বাস্তব নয় তার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সাইকোসিস একজন ব্যক্তির পাঁচটি ইন্দ্রিয়, তাদের আচরণ এবং তাদের আবেগকে প্রভাবিত করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকতার সময়, মন বাস্তবতার সাথে কিছু যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। একজন ব্যক্তির এমন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যা বিভ্রান্তিকর এবং ভয়ঙ্কর হয় কেবল নিজের জন্যই নয়, তাদের আশেপাশের লোকদের জন্যও।

ID: 2667

Context: সাইকোসিস এর উপসর্গ

Question: সাইকোসিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সাইকোসিসের অনেক নির্ধারক লক্ষণ এবং উপসর্গ আছে তার মধ্যে কিছু হল:

১. দৃষ্টিভ্রম

দৃষ্টিভ্রম বা hallucination হল সাধারণভাবে অস্বাভাবিক উপলব্ধি। এটি কোনো অলীক বস্তু দেখা সম্পর্কে মিথ্যা উপলব্ধি।

কোনো মানসিক রোগীর ক্রমাগত দৃষ্টিভ্রম হতে থাকে। একই সাথে অনেক ধরনের জিনিস দেখা সম্ভব এই রোগে।

বলা হয়ে থাকে আমরা স্বপ্নে আসলে এরকম অসংখ্য দৃষ্টিভ্রমের শিকার হই। তবে, অবশ্যই সেটি কোনো রোগের উপসর্গ নয়।

২. ভ্রম

ভ্রম বা delusion হল মিথ্যা বিশ্বাস। ভ্রমের উদাহরণ: রোগীর মনে হতে রোগীর আপনজন রোগীকে ঠকাচ্ছে, অথচ তেমন কোনো সম্ভাবনাই নেই বা তেমন মনে হবার কোনো কারণই নেই।

আবার রোগী একটি সাধারণ বিষয়কে অস্বাভাবিক একটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি।

৩. ক্যাটাটোনিয়া

ক্যাটাটোনিয়া বা catatonia হল পেশী নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা। মানসিক রোগীরা এক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ কোনো কারণ ছাড়াই নাড়াতে থাকে। ৫-৯ শতাংশ মানসিক রোগীর এই সমস্যা থাকে।

৪. চিন্তার বিশৃঙ্খলাচিন্তায়, অনুভবে এবং আচরণের অস্বাভাবিকতা হল চিন্তার বিশৃঙ্খলা বা thought disorder। এটি সাধারণত স্কিটসোফ্রিনিয়া এবং সাইকোসিসের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিকালে যদি চিন্তার বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তাহলে সেটি আজীবন থাকে। তবে, কাজের চাপে বা মানসিক চাপে যদি এই সমস্যা হয় তবে সেটি বেশি সমস্যার।

৫. এছাড়াও ঘুমের অভাব অথবা অতিরিক্ত ঘুম (নিদ্রা চক্রের ব্যাঘাত)

৬. অবসাদ বা বিষন্নতা

৭. উদ্বেগ

৮. মনযোগের সমস্যা

৯. পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি

১০. আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা অথবা প্রচেষ্টা। ইত্যাদি লক্ষণগুলোও দেখা যায়।

ID: -1

Context: সাইকোসিস এর প্রভাব

Question: মানসিক স্বাস্থ্যে সাইকোসিস এর প্রভাব কি কি ?

Answer:

সাইকোসিসের চিকিৎসায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্ন সহ উভয়ই অবিলম্বে চিকিত্সা অন্তর্ভুক্ত থাকে, প্রায়শই আবাসিক পরিবেশে এবং ওষুধ এবং আচরণগত থেরাপি ব্যবহার করে।সাইকোসিস অন্য মানসিক রোগের একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে যেমন; সিজোফ্রেনিয়া, সিজোএফেক্টিভ ডিসঅর্ডার, বাইপোলার ডিসঅর্ডার (পূর্বে ম্যানিক ডিপ্রেশন বলা হতো), এবং বিষণ্ণতা ।

ID: 2668

Context: সাইকোসিস এর কারন

Question: সাইকোসিস এর কারণ কি কি? ?

Answer:

একজন ব্যক্তির জেনেটিক্স এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের কারণে সাধারণত সাইকোসিস হয়। মানসিক চাপ, পদার্থের ব্যবহার, এমনকি শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা (ডিমেনশিয়া, পারকিনসন, ইত্যাদি) কিছু ব্যক্তির জন্য মনস্তাত্ত্বিক ট্রিগার করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রতি ১০০ জনের মধ্যে তিনজন তাদের জীবনে সাইকোসিসের একটি পর্ব অনুভব করবে বলে জানা গেছে । সাইকোসিসের আরেকটি কারণ হল ওষুধ এবং অ্যালকোহল ব্যবহার, যাকে বলা হয় পদার্থ-প্ররোচিত সাইকোটিক ডিসঅর্ডার। এই অবস্থা হ্যালুসিনেশন এবং বিভ্রমের মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলির অভিজ্ঞতা স্বল্পমেয়াদী, শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টা বা দিন স্থায়ী হয়। বিরল ক্ষেত্রে, একটি ওষুধের ভারী এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে সাইকোসিস হতে পারে যা মাস বা বছর ধরে চলে, ওষুধটি শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে।

ID: 2669

Context: সিজোফ্রেনিয়া ও সাইকোসিস

Question: সিজোফ্রেনিয়ার সাথে সাইকোসিস এর লক্ষণগুলোর মিল কোথায়??

Answer:

সিজোফ্রেনিয়া একটি নির্দিষ্ট মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা যেখানে সাইকোসিসের লক্ষণ দেখা দেয়। এই উপসর্গগুলি আসতে এবং যেতে পারে এবং প্রায়ই byষধ দ্বারা সাহায্য করা হয়। হ্যালুসিনেশন এবং বিভ্রম ছাড়াও, সিজোফ্রেনিয়ায় বসবাসকারী ব্যক্তিরা কাজ করতে আগ্রহ এবং অনুপ্রেরণা হ্রাস করতে পারে, আবেগ দেখাতে বা ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হতে পারে, বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং সম্পর্ক থেকে প্রত্যাহার করতে পারে। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরাও জ্ঞানীয় লক্ষণগুলি অনুভব করেন, যেমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুর্বল ক্ষমতা, কাজগুলিতে মনোনিবেশ করা এবং এটি শেখার পরেই তথ্য ব্যবহার করা।

ID: 2670

Context: সিজোফ্রেনিয়া

Question: সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলির বিকাশ কখন হয় এবং বিকাশের কারণ কি?

Answer:

সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলি সাধারণত 16 থেকে 30 বছর বয়সের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। সিজোফ্রেনিয়ার একটি পরিচিত কারণ নেই, তবে গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে জিন এবং একজন ব্যক্তির পরিবেশের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া অসুস্থতার বিকাশের পাশাপাশি মস্তিষ্কে রাসায়নিকের বিভিন্ন ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা পালন করে।

ID: 2671

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকোসিস কাদের আক্রমন করে থাকে?

Answer:

সাইকোসিস সাধারনত সিজোফ্রেনিয়া , ডেলিরিয়াম , ম্যানিয়া , প্যানিক ডিসঅর্ডার এবং অন্য মানসিক রোগের কারনে হতে পারে ।

ID: 2672

Context: সাইকোসিস লক্ষন

Question: সাইকোসিস এর লক্ষণগুলো কি কি?

Answer:

সাইকোসিস রোগীর যে লক্ষণ গুলো দেখা দেয় সেগুলো হলঃ

\* রোগী সাধারণত স্বল্পভাষী। তারা যত সম্ভব কম কথা বলে তারা একটা কাজ করতে গেলে খুব ভেবে-চিন্তে করে থাকে। মনে হয় যেন তারা এক ঘন্টার কাজ তিন ঘণ্টায় করবে।

\* এটা তাদের মেন্টালিটি ভালো করে পড়বে বা কাজের অনেক চাপ যেটাই বলেন তারা ধীরে ধীরে সে কাজগুলো করবেন এবং কথা বলার সময় খুব ধীরগতিতে ধীরে ধীরে সব কথাগুলো শেষ করবে এটাই সাইকোসিসের মানসিক প্রধান লক্ষণ।

\* আরেকটি প্রধান মানসিক লক্ষণ হলো রোগী সব কিছুই গোপন রাখবে। তাহার মনের কথা কাউকে বলবে না। এমনকি আপনজনকেও সে এই কথাগুলো এড়িয়ে যাবে।

\* রুগি সাধারণত একটি হিংসুটে হয়ে থাকে। অন্যের সুখ শান্তি দেখলে তার ভিতরে একটি অন্য রকমের কাজ করে এবং সে নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। কারো প্রতি তার দয়ামায়া বেশি একটা দেখা যায় না এটাই প্রধান আরেকটি লক্ষণ।

\* একটি খুবই অবাক করা লক্ষণ হলো রোগীর নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের অভাব। রোগী তাহার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করছে কিনা সেটি পুনরায় আবার গিয়ে দেখে।

\* এছাড়াও স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা আছে কিন্তু বহু পুরনো কোন ঘটনা তাহার মনে থাকে এটাই হলো সাইকোসিস রোগের চমৎকার লক্ষণ।

ID: 2673

Context: সাইকোসিস লক্ষন

Question: সাইকোসিস এর চারিত্রিক লক্ষণ গুলো কি?

Answer:

সাইকোসিস এর চারিত্রিক লক্ষণ হলো কোন রোগ হলে সে ঘনঘন ডাক্তার পাল্টাবে। সে বলবে যে ডাক্তারের ঔষধ মনে হয় ঠিক হয় নাই।

এভাবে সে একাধিক ডাক্তার দেখাবে এবং ওষুধ খাওয়ার সময় একটা ওষুধ সেবন করলে কাজ না করলে দ্বিতীয় ওষুধ খেতে চায় না।

সে অন্য ডাক্তার এর পরামর্শ নিয়ে আমার ওষুধ খাবে এবং মনে হয় যেন পেট কে ফার্মেসি বানিয়ে ফেলবে এরকম মনে হয়।

ID: 2674

Context: সাইকোসিস লক্ষন

Question: সাইকোসিস এর শারীরিক লক্ষণ কি কি?

Answer:

শরীরের বিভিন্ন স্থানে নানা বর্ণের মাংস বৃদ্ধি পেতে পারে যেমন টিউমার, আঁচিল, বাত রোগ, টাক পড়া ইত্যাদি এর শারীরিক লক্ষণ।

ID: 2675

Context: সাইকোসিস এর চিকিৎসা

Question: সাইকোসিস রোগ কিভাবে উপসম করা যায়?

Answer:

সাইকোসিস রোগ যেভাবে উপসম হয় ঃ

\* শুষ্ক আবহাওয়ায় রোগী ভালো থাকে।

\* রোগীর একটি প্রদান ভালোলাগার অবস্থা হল ঘুরে বেড়ানো রোগী চায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে।

\* সূর্যঅস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা একটু ভালো থাকে।

\* খেলাধুলা পছন্দ করে ,সেই সাথে যাতে নড়াচড়া করতে পারে।

\* শুইতে গেলে বা ঘুমিয়ে পড়লে শুইলে উপশম।

\* রোগীর কোন স্থানে ব্যথা হলে সেই স্থানে টিপে দিলে বা চাপ দিলে ব্যথার উপশম হয়।

\* যদি পেটে বা বুকে ব্যথা,মাথা ব্যাথা হলে যদি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে থাকে তাহলে ব্যথার কিছুটা উপশম হয়।

\* সাইকো রোগের আরেকটি প্রদান লক্ষণ হলো উপর হয় শুয়ে থাকা যদি উপর হয় শুয়ে থাকে তাহলে ব্যথা বা কোন রোগ উপশম লাভ করে।

ID: 2676

Context: সাইকোপ্যাথি

Question: সাইকোপ্যাথি কি?

Answer:

সাইকোপ্যাথি হল অসামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যাধি, যার মধ্যে রয়েছে: সহানুভূতির অভাব, অন্যের আবেগ না বোঝা , বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি এবং কর্মের পরিণতির প্রতি অবহেলা। অসামাজিক ব্যক্তিত্বের লোকেরা কখনও কখনও অন্যদের জন্য বিপদ হতে পারে, কারণ তারা হিংস্র হতে পারে।

ID: 2677

Context: সাইকোসিস এর কাারণ

Question: সাইকোসিস কি কি কারণ দ্বারা উদ্ভূত হতে পারে? সেগুলো কি কি?

Answer:

সাইকোসিস বিভিন্ন ধরণের কারণ দ্বারা উদ্ভূত হতে পারে: মানসিক কারণ, শারীরিক অসুস্থতা, মাদকদ্রব্য় অপব্যবহার, ওষুধ, ডোপামিন এবং মস্তিষ্কের পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলির মধ্যে রয়েছে

\*সিজোফ্রেনিয়া: মানসিক রোগ যা হ্যালুসিনেশন এবং প্রলাপ সৃষ্টি করে;

\* বাইপোলার ডিসঅর্ডার: বিষয়টির মেজাজ এবং কার্যক্রমে অস্বাভাবিক ওঠানামা (বিষণ্নতার সাথে উল্লাস)। চাপ বা উদ্বেগের গুরুতর রূপ;

\* বিষণ্নতার গুরুতর রূপ: দুঃখের স্থায়ী অনুভূতি; প্রসবোত্তর বিষণ্নতা যা নতুন মায়েদের তাদের সন্তানের জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরে প্রভাবিত করতে পারে; ঘুমের সমস্যা. বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রায়শই যে ধরনের মানসিক ঘটনা ঘটবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

\* সাইকোটিক পর্বের সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে কিছু শারীরিক অসুস্থতাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেমন: এইচআইভি এবং এইডস, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, আল্জ্হেইমের রোগ, পারকিনসন্স ডিজিজ, হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কম), লুপাস এরিথেমেটোসাস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, মস্তিষ্কের টিউমার । তদুপরি, দীর্ঘদিন ব্যবহারের পরে অ্যালকোহল বা ওষুধ সেবনে হঠাৎ বাধা পেলে সাইকোটিক পর্বগুলি দেখা দিতে পারে।

ID: 2678

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকোসিস কিভাবে নিরাময় করা যায়?

Answer:

সাইকোসিসের থেরাপির জন্য এন্টিসাইকোটিক ওষুধের সংমিশ্রণ প্রয়োজন, যা উপসর্গগুলি উপশম করতে উপকারী, এবং মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি (রিলেশনাল সিস্টেমিক, কগনিটিভ-বিহেভিয়ারাল, ফ্যামিলি), যা সংকটের তীব্রতা কমাতে বৈধ সাহায্য হতে পারে এবং উদ্বেগের অবস্থা সাইকোসিস

সামাজিক সহায়তা, এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে হস্তক্ষেপ যাদের তাদের প্রিয়জনের অসুস্থতা পরিচালনায় সহায়তা করা প্রয়োজন, তাদের অভাব হবে না।

উপরন্তু, সাইকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সমর্থন গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংঘর্ষ থেকে উপকৃত হতে পারে যারা একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। সাইকোসিস নির্ধারণের জন্য জৈবিক পরীক্ষা থাকলেও, আপনার ডাক্তার আপনার আচরণকে ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে মানসিক অসুস্থতার পারিবারিক ইতিহাস আছে কিনা। রক্ত পরীক্ষা এবং ইইজিও বুঝতে সাহায্য করে যে সাইকোসিস কোনো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য অসুস্থতার কারণ কিনা। ইইজির সাহায্যে একজন ডাক্তার আপনার মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বুঝতে সক্ষম। সঠিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিত্সার মাধ্যমে, আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন মানসিক অসুস্থতার পুনরুত্থান. এটি আপনার মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 2679

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকোসিস কি?

Answer:

সাইকোসিস হল একটি অত্যন্ত গুরুতর মানসিক অসুস্থতা যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি হ্যালুসিনেশন (দৃষ্টিভ্রম) বা ডিলিউসনে (বিভ্রম) ভোগেন এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেন।

এটি একটি কঠিন সমস্যা যার দ্রুত চিকিৎসা হওয়ার প্রয়োজন। কারণ সাইকোসিসের রোগীরা নিজের ও আশেপাশের মানুষদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারেন।

সহজভাবে বলতে গেলে, সাইকোসিস হলো সেই সমস্যা, যেখানে একজন মানুষ তার চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারেন না। ইংরেজিতে বলে 'রিয়েলিটি ডিসটরশান'।

মানুষের সঙ্গে থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা, নিজস্ব এক জগতের ভেতর ডুবে থাকেন। চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, আচার-আচরণ, কাজ, বিশ্বাস, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সবকিছুতেই অসংলগ্নতা স্পষ্ট।

ID: 2680

Context: -1

Question: -1

Answer:

-1

ID: 2681

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকসিসের প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সাধারণত বংশে মানসিক সমস্যার ইতিহাস আছে এমন মানুষের সাইকোসিস ঘটার সম্ভাবনা বেশি। কয়েকটি ক্রোমোজোমের রোগের ফলেও সাইকোসিস হতে পারে। অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলি হল:

১. মাদক সেবন

২. ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এবং অবসাদগ্রস্থ পরিবেশ

৩. মস্তিষ্কের টিউমার

৪. পার্কিনসন্স বা হান্টিংটন্স রোগের মত মস্তিষ্কের রোগগুলি

৫. বাইপোলার ব্যাধি

৬. ডিলিউসনাল ব্যাধি

৭. সাইকোটিক ডিপ্রেশন

৮. স্কিজোফ্রেনিয়া

ID: 2682

Context: সাইকোসিস

Question: সাইকোসিস কীভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

সাইকোসিস রোগের নির্ণয় এবং চিকিৎসা ঃ

আক্রান্ত ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ ও উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার উপর যেকোন রকম সাইকোটিক বা মনোরোগের ব্যাধির নির্ণয়করণ নির্ভর করে।চিকিৎসক রোগীকে অবস্থাটির পরবর্তী সাহায্য ও মূল্যায়নের জন্য মনোচিকিৎসকের কাছে পাঠাতে পারেন।

এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে অ্যান্টিসাইকোটিক প্রকৃতির ওষুধ দেওয়া হয় যা দৃষ্টিভ্রম ও বিভ্রম কমাতে এবং বাস্তব জগৎ ও অবাস্তবের মধ্যে নিশ্চিত পার্থক্য বোঝাতে সাহায্য করে।

কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপির পরামর্শও দেওয়া হয়ে থাকে, এবং এইরকম সমস্যায় এগুলি সাহায্য করে, বিশেষত বাইপোলার ও সাইকোটিক অসুস্থতায় যেখানে একজন কাউন্সেলরের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ রোগীকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকার অনুভূতি দেয়।

সাইকোসিসের সঙ্গে লড়াই একটি কঠিন প্রক্রিয়া, এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ়সংকল্প মনোভাব এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটানা সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য পরিবারের সদস্যদের থেকে সহযোগিতা, কারণ এইরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

সাইকোসিস এমন একটি মনের অবস্থা যা কোনটি বাস্তব এবং কোনটি বাস্তব নয় এমন বিভ্রান্তির সাথে জড়িত

।

সাইকোসিসের সময়কালে, মন বাস্তবের সাথে কিছু যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। এটাতে কেবল নিজেরাই নয়, আশেপাশেরদের জন্যও বিভ্রান্তি ও ভীতিজনক।

তাই এসব বিষয়কে কখনোই তুচ্ছ মনে করে এড়িয়ে যাবেন না। যত দ্রুত সম্ভব এর যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া জরুরি।